প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ ভিত্তিহীন, যা হচ্ছে তা প্রতারণা: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। ফাইল ছবি

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১৩ জুলাই ২০২৬ | ০৫:১২

- অ +

চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, কোথাও কোনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে না। সামাজিক মাধ্যম ও টেলিগ্রাম গ্রুপে প্রশ্নপত্র দেওয়ার নামে যা ছড়ানো হচ্ছে, তা কেবল প্রতারণার অংশ।

গতকাল রোববার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের চারটি নতুন পাঠ্যবইয়ের কাঠামো চূড়ান্তকরণ কর্মশালার উদ্বোধন শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে সুপারিশপ্রাপ্ত ১৪ হাজার ৩৮৪ জনকে দুই মাসের প্রশিক্ষণ শেষে বিদ্যালয়ে যোগদান করানো হবে। এ ছাড়া ২০২৮ সাল থেকে নতুন দক্ষতাভিত্তিক জাতীয় শিক্ষাক্রম চালুর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক গাইড, ওয়ার্কবুক, রেমিডিয়াল গাইড ও ভিডিও লেসন চালুর পরিকল্পনা করছে সরকার।

সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক শিক্ষামন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে টেলিগ্রামে পরিচালিত ‘রেজাল্ট ফিক্স বিডি’ নামে একটি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এইচএসসির প্রশ্নপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আদায়ের অভিযোগ তুলে ধরেন। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সাইবার অপরাধীরা মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে। সংবাদ পরিবেশনের সময় গণমাধ্যমকে এমনভাবে বিষয়টি তুলে ধরতে হবে, যাতে প্রশ্ন ফাঁসের ভুল ধারণা তৈরি না হয়।

তিনি বলেন, ‘যেটি সত্য নয়, সেটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়, যাতে মানুষের মধ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ধারণা তৈরি হয়। দায়িত্বশীল সংবাদ পরিবেশন করলে প্রতারকদের অপতৎপরতা অনেকটাই ব্যর্থ হবে। মানুষ যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারে- প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি, তাহলে তারা অর্থের বিনিময়ে প্রশ্ন কেনার ফাঁদে পা দেবে না।’

এর আগে একই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, নতুন প্রজন্মকে বিশ্বমানের দক্ষ, সৃজনশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার একটি সমন্বিত ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলছে।